পাক্ষিক

আহ্‌মদী

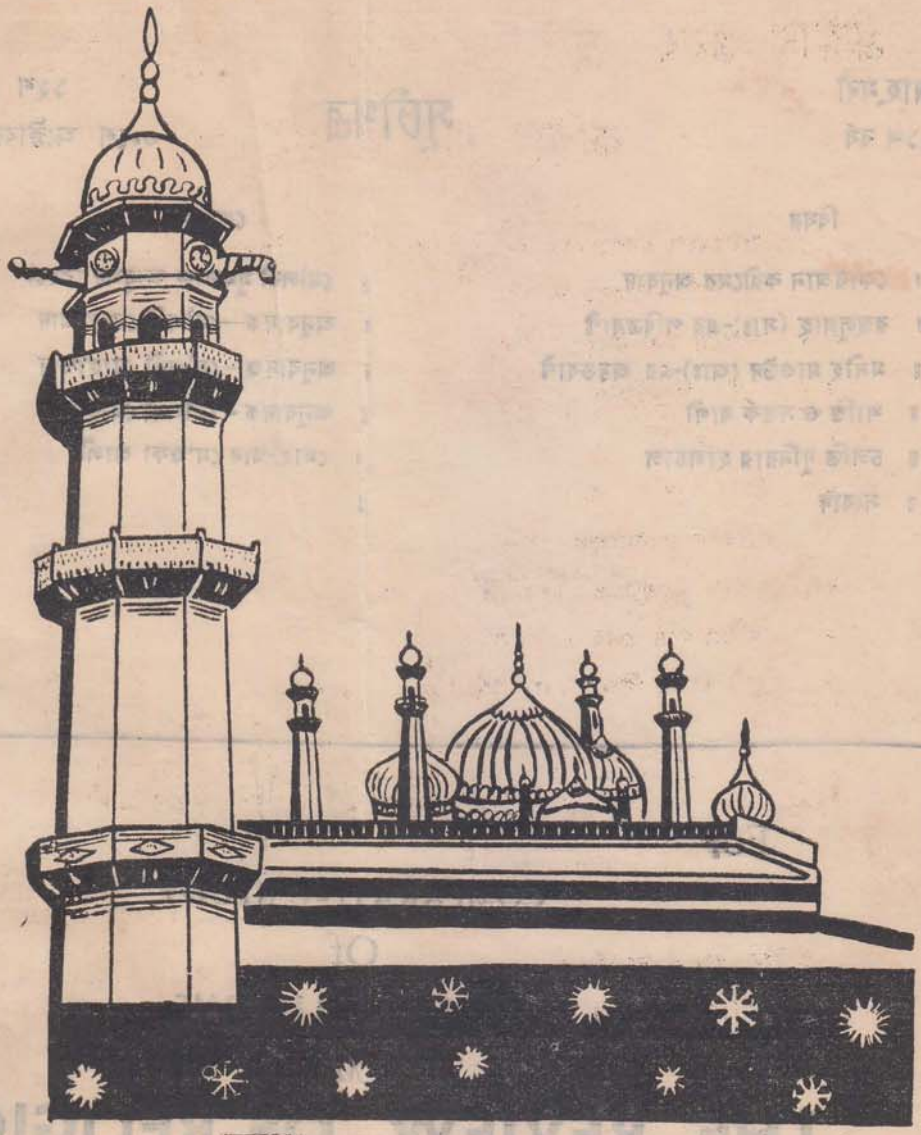

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১২শ সংখ্যা
৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

১২শ সংখ্যা
৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	২৬৫
রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী	অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	২৬৭
মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	২৬৭
শান্তি ও সতর্ক বাণী	অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	২৬৮
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	২৭৬
সংবাদ		২৭৮

For
COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ৩০শে অক্টোবর : ১৯৬৭ সন : ১২শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

১২শ রুকু

১০। মিথ্যা বাহানাকারী মরুবাসী আরব আসিল যেন তাহাদিগকে (যুদ্ধে যাহাতে যাইতে না হয় তাহার) অনুমতি দেওয়া হয় এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলে অবিশ্বাসী তাহারা (গৃহে) বসিয়া রহিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফির হইয়া গিয়াছে, অচিরেই তাহাদের নিকট বেদনাদায়ক শাস্তি উপস্থিত হইবে।

৯১। যাহারা দুর্বল এবং রুগ্ন এবং যাহারা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করিবার কিছু পায় না (যুদ্ধে না যাওয়াতে) তাহাদের কোন দোষ নাই, যদি তাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের জন্য শুভাকাঙ্খা রাখে। পুণ্যবানদের উপর (অভিযোগের) কোন পথ নাই এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

৯২। এবং উহাদেরও কোন দোষ নাই, যাহারা তোমার নিকট আসিয়াছিল যেন তাহাদিগকে তুমি বাহনে আরোহন করাইয়া দাও। তুমিও

বলিয়াছিলে আমার নিকটে বাহন নাই, যাহার উপর তোমাদিগকে আরোহন করাইতে পারি। তাহাতে তাহারা ফিরিয়া গেল এবং এই ব্যথায় তাহাদের চক্ষু অশ্রুশিক্ত হইল যে, তাহারা (আল্লার পথে) ব্যয় করিতে কিছুই পায় নাই।

৯৩। অভিযোগ শুধু তাহাদের বিরুদ্ধে, যাহারা ধনী হইয়াও (যুদ্ধে না যাইবার জন্য) তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে (এবং) পশ্চাদ্বর্তী নারীদের সঙ্গে থাকিতে পছন্দ করে এবং আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহারা জ্ঞান লাভ করিবে না।

৯৪। যখন তোমরা (যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে) তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে, তাহারা তোমাদের নিকট (যুদ্ধে যাওয়ার) কারণ দর্শাইবে। তুমিও বলিও তোমরা (অযথা) কারণ দর্শাইও না। আমরা তোমাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিব না। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদিগকে তোমাদের কোন কোন সংবাদ জানাইয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল তোমাদের কার্য দেখিবেন। অতঃপর তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে, তাঁহার নিকট, যিনি গুপ্ত এবং প্রকাশ্যকে জানেন। অনন্তর তিনি তোমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন, তোমরা যাহা করিতে।

৯৫। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে, তখন অবশ্য তাহারা তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিবে, যেন তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। অতএব তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিও। নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের স্থান দোযখ, তাহারা যাহা করিত তাহার (যোগ্য) প্রতিফল স্বরূপ।

৯৬। তাহারা তোমাদের সম্মুখে শপথ করিবে, যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, বস্তুতঃ যদি তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ (এরূপ) অন্যায়কারী লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।

৯৭। মরুবাসী আরব লোক অবিশ্বাস ও কপটতায় অধিকতর কঠোর এবং আল্লাহ্ তাঁহার রসুলের প্রতি যে সমস্ত বিধান অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার সীমা না বুঝা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

৯৮। মরুবাসী আরবদের কতক এমন আছে, যাহা তাহারা দান করে উহাকে দন্ড বলিয়া গণ্য করে এবং তোমাদের প্রতি নানাবিধ বিপদা-পাতের প্রতীক্ষায় আছে। তাহাদেরই উপর অমঙ্গলের চক্র ঘুরিবে এবং আল্লাহ্ সম্যক শ্রোতা ও পরমজ্ঞাতা।

৯৯। মরুবাসী আরবদের কতক এমন আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যাহা ব্যয় করে উহাকে আল্লাহ্‌র (নৈকট্য) ও রসুলের আশীর্বাদের কারণ বলিয়া গণ্য করে। জানিয়া রাখ নিশ্চয় ঐ দান তাহাদের জন্য নৈকট্য (লাভের কারণ)। অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহার করুণায় প্রবেশ করাইবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

(ক্রমশঃ)

★

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী

অনুবাদক ঃ মৌলবী মোহাম্মাদ

নির্ধারিত সময়ের লক্ষনাবলী

[১]

নির্ধারিত সময় আসিবে না, যতক্ষণ না সময় খাটো হইয়া যায়। বৎসর মাসের সমান হইবে, মাস সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ দিনের সমান, দিন ঘণ্টার সমান, এবং ঘণ্টা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সমান প্রতিয়মান হইবে। (তিরমিযী)।

[২]

যখন যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া, আমানত লুঠের মাল বলিয়া, যাকাত বোঝা বলিয়া গ্রহণ করা হইবে, এবং ধর্ম ব্যতিরেকে, অন্য উদ্দেশ্যে বিদ্যার্জন করা হইবে, মানুষ তাহার স্ত্রীর বাধ্য হইয়া চলিবে এবং মাতার অবাধ্যতা করিবে এবং সে বন্ধুকে নিকটে টানিয়া লইবে এবং পিতাকে দূরে সরাইয়া দিবে এবং মসজিদের মধ্যে উচ্চরবে কথাবার্তা হইবে এবং জাতির মধ্যে পাপী ব্যক্তি নেতা হইবে এবং জাতির মধ্যে বিবেচক ব্যক্তি নিকৃষ্টতম হইবে এবং কোন ব্যক্তিকে অনিষ্টের ভয়ে তাহাকে সম্মান করা হইবে এবং গায়িকা ও সঙ্গীত যন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইবে এবং মদ্যপান প্রসার লাভ করিবে এবং পরবর্তী বংশীয়গণ পূর্বপুরুষগণকে অভিশাপ দিবে, তখন অপেক্ষা কর রক্তবর্ণ বাতাসের এবং ভূমিকম্পের এবং জমিন নীচে ধ্বসিয়া যাওয়ার এবং মানুষের রূপান্তরের এবং প্রস্তর নিক্ষেপের এবং লক্ষণ সমূহের, যেগুলি ছিন্নহারের দানাগুলি যেমন পর পর খসিয়া পড়ে, তেমনি ভাবে দেখা দিবে। (তিরমিযী)।

[৩]

নির্ধারিত সময়ের প্রথম লক্ষন হইবে আগুন, যাহা পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে মানুষকে একত্রিত করিবে। (বোখারী)।

[৪]

নির্ধারিত সময়ের ঘটনাগুলির মধ্যে নিম্ন লিখিত ঘটনাগুলি ঘটিবে। (ধর্মীয়) বিদ্যা শিক্ষা উঠিয়া যাইবে। মুর্খতা (ধর্ম সক্রান্ত) বাড়িয়া যাইবে, ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাইবে, মদ্যপান বাড়িয়া যাইবে, পুরুষের সংখ্যা কম হইবে, নারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, এমন কি একজন পুরুষ ৫০ জন স্ত্রী লোকের ভার বহন করিবে। আর এক বর্ণনায় আছে, বিদ্যা কমিয়া যাইবে এবং অজ্ঞতা প্রসার লাভ করিবে।—(বোখারী, মোসলেম)।

★

মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

অনুবাদক মৌলবী মোহাম্মাদ

তুফান

তুফান যখন নিকটবর্তী হয়, তখন যেমন মানুষ চিন্তিত হইয়া পড়ে যে, উহা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে, তেমনই ধারার ইসলামের উপরও তুফান আসিতেছে। বিরুদ্ধবাদী সর্বদা এই চেষ্টায় লাগিয়া আছে যে, ইসলাম ধ্বংস হইয়া যাউক; কিন্তু আমি একীন (বিশ্বাস) রাখি আল্লাহ্ ইসলামকে সকল আক্রমন হইতে রক্ষা করিবেন এবং এই তুফানে ইহার তরী নিরাপত্তার সহিত কুলে পৌঁছাইয়া দিবেন। নবী-গণের অবস্থার প্রতি নজর করিলে দেখা যায় যে, যখন তাঁহারা বিপদ দেখিতেন, তখন ইহা ব্যতীত তাহাদিগের কোন পথ ছিল না—রাত্রে উঠিয়া

কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করা। জাতি মুক ও বধির হইয়া থাকে, তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে না, বরং তাঁহাকে পীড়া ও দুঃখ দেয়। এমন সময় রাত্রির দোয়াই কার্যকরী হইত। এখনকার ব্যবস্থাও ইহাই। যদিও ইসলাম দুর্বল অবস্থায় নিপতিত এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা প্রয়োজন, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে. আমাদের মধ্যে যাহারা এই চেষ্টায় রত আছি, চারিদিক হইতে আমাদিগের বিরোধিতা করা হইতেছে। ইহা আমার বিরোধিতা নহে, বরং খোদাতালার সহিত যুদ্ধ। আমি তো ইহাও বিশ্বাস রাখি যে, যদি আমার তরফ হইতে কোন পুস্তক জাপান হইতে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে, তাহারা আমার বিরুদ্ধাচারণের জন্য জাপান পর্যন্ত যাইবে? কিন্তু উহাই ঘটিয়া থাকে, যাহা খোদা ঘটাইয়া থাকেন।

★

শান্তি ও সতর্ক বাণী

[আহমদীয়া জামাতের নেতা হযরত মীর্যা নাসের আহমদ সাহেব (আইঃ) গত ২৮শে জুলাই তারিখে লণ্ডনের ওয়াণ্ডসওয়ার্থ টাউনহলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় আয়োজিত এবং তত্রস্থ লর্ড মেয়রের সভা-পতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় পাশ্চাত্য জাতিকে নিম্নবর্ণিত সাবধানবাণী শুনান। এই সভায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কয়েকজন সভ্য, বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধিগণ এবং বহু বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। —অনুবাদক]

আহমদীয়া জামাতের নেতা হিসাবে আমি এক আধ্যাত্মিক পদে অধিষ্ঠিত। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুহূর্তে আমি আমার উপর ন্যাস্ত দায়িত্বভার ত্যাগ করিবার অধিকারী নহি। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে বিশ্ব-মানবতার প্রত্যেকটি ব্যক্তি আমার এই দায়িত্বের আওতাভুক্ত।

ভদ্র মহোদয়গণ! মানব জাতি বর্তমান মুহূর্তে এক মহা বিপদের সম্মুখীন। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের এবং আমার সকল ভ্রাতার জন্য আমি এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি। উপলক্ষকে সম্মুখে রাখিয়া আমি উহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিব।

আমার বাণী মানব জাতির জন্য শান্তি, মৈত্রী এবং আশার। আমি ঐকান্তিক আশা রাখি যে, আপনারা আমার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবেন এবং মুক্ত ও উদার মনে বিচার করিবেন।

মানব ইতিহাসে ১৮৩৫ সাল এক গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া আছে। উত্তর-পশ্চিম-ভারতের কাদিয়ান নামক এক অজানা গ্রামে উক্ত সনে এক শিশু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃ-পুরুষগণ বহু বৎসর যাবৎ বংশ পরম্পরায় কাদিয়ানের চতুষ্পার্শস্থ এলাকা বিশেষ দক্ষতার সহিত শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এই মহান পরিবার উত্তর কালে দুর্দিনের সম্মুখীন হয়। এবং উহার গৌরব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নবজাত শিশু কোন সাধারণ শ্রেণীর শিশু ছিলেন না। বিধাতা তাঁহাকে কেবল আধ্যাত্মিক জগতে নহে বরং জড় জগতেও এক মহা বিপ্লব আনিবার জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন গোলাম আহমদ এবং উত্তরকালে তিনি হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা মসিহ এবং মাহদী রূপে নিয়োজিত হন।

পারিবারিক দলিল দস্তাবেজে দেখা যায় তিনি ১৮৩৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তখন অজ্ঞতার যুগ। ভারতের সেই এলাকার অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ছিল। কচিৎ কেহ পড়িতে ও লিখিতে পারিত। অনেক সময়ে পাঠকের অভাবে চিঠি অপঠিত থাকিয়া যাইত।

এই বালকের শিক্ষার জন্য যাঁহাদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহারা বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে পবিত্র কুরআন পড়িতে শিখাইয়া ছিলেন। কিন্তু পবিত্র কুরআনের অর্থ এবং আধ্যাত্মিক মৌলিক তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিবার তাঁহাদিগের কিছুমাত্র যোগ্যতা ছিল না। তাঁহারা তাঁহাকে আরবী এবং ফারসী ভাষায়ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি এই দুই ভাষায় পড়িতে শিক্ষা করেন, কিন্তু কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি লাভ করেন নাই। তিনি তাঁহার পিতার নিকট দেশী চিকিৎসা শাস্ত্রের কয়েকখানি পুস্তক পড়েন। তাঁহার পিতা বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার সাকুল্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ কথা সত্য যে তিনি পুস্তক অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার পিতার লাইব্রেরীতে তিনি প্রায়ই পুস্তক পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু যেহেতু তৎকালে বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যের বিশেষ আদর ছিল না, সেইজন্য তাঁহার পিতার কামনা ছিল, তিনি তাহার বিষয় আশয় পরিচালনার কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন এবং উক্ত কাজে মনোযোগী হইয়া সমাজে সম্মান লাভ করিবেন এবং জনপ্রিয় হইবেন। সেইজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে পড়া শুনা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন এবং পুস্তক পাঠাসক্তির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করিতেন।

ইহা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার উপর যে বিরাট কার্যভার ন্যাস্ত করিয়াছিলেন, উহা এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যে সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং আল্লাহ স্বয়ং তাঁহার পথ-প্রদর্শক এবং শিক্ষক হইলেন এবং তাঁহাকে পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব, এবং আত্মা ও জীবনের রহস্য সমূহ শিক্ষা দিলেন। তিনি তাঁহার হৃদয়কে আপন জ্যোতির দ্বারা পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহাকে কলমের উপর প্রভুত্ব এবং ভাব প্রকাশের সৌন্দর্য ও মাধুর্য দ্বারা ভূষিত করিলেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিলেন অনতিক্রান্ত ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ বহু পুস্তক রচনা করিতে এবং উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দিতে, যেগুলি জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল্যবান ভাণ্ডার স্বরূপ।

পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁহার জন্মের সময় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের বাণী ও গ্রন্থের মধ্যে সে বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে এ সম্বন্ধে আমি নবীশ্রেষ্ঠ পবিত্র নবী মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিব। তিনি তের শত বৎসরের অধিককাল পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, মুসলমান-গণের মধ্যে প্রতিশ্রুত মসিহ এবং মাহদী হইবার বহু মিথ্যাদাবীকারক উঠিবে। তাহাদিগের মধ্যে কেহই সত্য মাহদী হইবে না, পরন্তু তিনি, যিনি হযরত রসুল (সাঃ)-এর সত্যকার অনুসরণকারী হইবেন এবং তাঁহার দাবীর সত্যতা সাব্যস্ত করিতে দুইটি বড় স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। এই দুইটি নিদর্শন হইবে সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণের, যাহা একই রমযান মাসে সংঘটিত হইবে। চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাব্য রাত্রিগুলির মধ্যে প্রথম রাত্রিতে অর্থাৎ ১৩ই তারিখে চন্দ্রের গ্রহণ হইবে এবং সূর্য গ্রহণ হইবে সূর্য গ্রহণের সম্ভাব্য দিনগুলির মধ্যে দ্বিতীয় দিবসে অর্থাৎ ২৮শে তারিখে।

বৎসরের সকল মাসের মধ্যে রমযান মাসকে নির্দিষ্ট করা এবং গ্রহণের তারিখগুলি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া বস্তুতঃ এক মহা ভবিষ্যদ্বাণী। ঘটনার এইরূপ সমাবেশ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলা মানব জ্ঞানের উর্ধের কথা। বস্তুতঃ যখন সময় আসিল, তখন দাবীকারকের আবির্ভাব হইল এবং তিনি নিজেকে মাহদী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং ইহার পর দুইটি স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশিত হইল, দুইটি

গ্রহণ, ঠিক যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল ঠিক সেইভাবে। তের শত বৎসর পরে ঘটনা যেভাবে সপ্রমাণিত করিল, হযরত রসুল (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সুনিশ্চিত ভাবে ঐশী প্রেরণা উদ্ভুত এবং অলৌকিক ছিল।

ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল এইভাবে। যে শিশু ১৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৮৯১ সালে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসিহ এবং মাহদী। তাঁহার দাবীর সমর্থনে তিনি অসংখ্য যুক্তি পেশ করিলেন এবং বহু স্বর্গীয় নিদর্শনের উল্লেখ করিলেন এবং তাঁহার নিজেরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী জগতবাসীকে জানাইলেন, যাহার মধ্যে কতক তাঁহার জীবদ্দশায় পূর্ণ হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট পরবর্তীকালে পূর্ণ হইয়াছে এবং এখনও পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে। সমসাময়িক আলেমগণ তাঁহার দাবী প্রত্যাখ্যান করিল। তাহারা প্রত্যাখ্যানের একটি এই কারণ দর্শাইল যে, সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে হযরত রসুল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা বর্ণিত দাবীকারকের সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ এক বিশেষ মাসে এবং বিশেষ তারিখ সমূহে সংঘটিত হওয়ার কথা, উহা পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগের মতে তিনি মাহদী হইতে পারেন না। কিন্তু সর্বশক্তিমান খোদা সদা তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার অকপট দাসগণের প্রতি প্রেম ও বিশ্বস্ততার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতি এবং হযরত রসুল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ১৮৯৪ সালের নির্দিষ্ট মাসে এবং নির্দিষ্ট তারিখ সমূহে সংঘটিত হয় এবং এইভাবে সমগ্র জগতের নিকট ইহা প্রকাশিত হয় যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর খোদা সর্বশক্তিমান ও সর্বোচ্চ। তিনি এই নিদর্শন একবার নহে বরং দুইবার প্রদর্শন করেন। কারণ পরবর্তী বৎসরে এই নিদর্শন পশ্চিম গোলার্ধে পুনঃ প্রকাশিত হয়। দুইটি গ্রহণ একই মাসের একই তারিখগুলিতে সংঘটিত হয় যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নূতন ও পুরাতন জগতের সকল মানব খোদার সর্বোচ্চ গৌরব ও শক্তির এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁহার আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। সেই নবী মহান, যিনি ঐশীজ্ঞানের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং মহান তাঁহার ঐ আধ্যাত্মিক পুত্র, যাঁহার জন্য উহা পূর্ণ হয়।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর যুগ হইতে শুরু করিয়া গত তের শত বৎসরে কতিপয় ব্যক্তি মাহদী হইবার দাবী করে; কিন্তু হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ব্যতিরেকে আর কাহারও সত্যতায় সূর্য এবং চন্দ্র সাক্ষ্য প্রদান করে নাই।

অদ্য সন্ধ্যায় যে দাবীকারকের বাণী আপনাদিগের নিকট আমার শুনাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে এবং যাঁহার পার্শ্বে সূর্য এবং চন্দ্র তাঁহার সত্যতার ব্যগ্র সাক্ষ্য হিসাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, উপরুক্ত শুধু একটি ঘটনাই আপনাদিগকে তাঁহার দাবীকে নিরপেক্ষভাবে ও ব্যগ্রতা সহকারে চিন্তা ও বিচার করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে যথেষ্ট।

সূর্য এবং চন্দ্র সম্বন্ধে কথা এই পর্যন্ত। এখন আসুন আমরা পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং সে কি বলে তাহা শ্রবণ করি। প্রতিশ্রুত মসিহ এবং মাহদীর আগমনের সহিত আশ্চর্য ও অসাধারণ ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উত্থান-পতন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সমূহ অবশ্য সংঘটিত হওয়ার কথা। বস্তুতঃ বিবিধ বিপ্লব এবং গুরুতর ঐতিহাসিক পরিবর্তন সমূহ একই মহা পরিবর্তনের ধারার বিভিন্ন ধাপ মাত্র, যাহা মাহদী ও মসিহের আগমনের সহিত সুচিত হইয়াছে এবং তাঁহার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। বিশেষ প্রণিধান করিবার বিষয় এই যে, হযরত রসুল (সাঃ) এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই সকল পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। আমি উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতেছি।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর কার্যকালের প্রথম দিকে প্রাচ্যে এমন কোন দেশ ছিল না, যাহা

পাশ্চাত্যের সভ্য ও পরাক্রান্ত জাতিগুলির শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিত। পরে ১৯০৪ সালে তাঁহার নিকট ঐশীবাণী হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব শক্তিরূপে শীঘ্রই প্রাচ্যে কতিপয় জাতির অভ্যুত্থান হইবে, যেগুলি পাশ্চাত্যের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিদন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইবে। ইহার অল্পকাল পরেই ১৯০৫ সালে জাপান রুশকে পরাজিত করে এবং প্রাচ্যে বিশ্ব-শক্তিরূপে তাহার দাবী প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পতনের পরে, চীন প্রাচ্যে এক মহা শক্তিরূপে অভ্যুত্থিত হয়। বিশ্ব শক্তিরূপে এই দুই জাতির অভ্যুত্থান ইতিহাসের ধারাকে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে এবং কালের গতিতে তাহাদের সংঘাত আরও বিপুলতর আকারে অনুভূত হইবে।

এই সকলই হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর নিকট প্রকাশিত ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যাহা সমস্ত জগতের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, উহা হইল জার এবং তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিলোপ সাধন এবং কমিউনিজমের সাফল্য। রুশের বিপ্লব, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাকে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, হুবহু হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঘটিয়াছে। ঐশী প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে তিনি ১৯০৫ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, রুশের জার, তাঁহার পরিবার পরিজন এবং তাঁহাদিগের শাসন পদ্ধতি মহাবিপদের সম্মুখীন হইবে। ইহা আশ্চর্য সংঘটন যে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের কয়েক মাসের মধ্যে, সেখানে এক রাজনৈতিক দলের ভিত্তি স্থাপিত হয়, যাহা ১২।১৩ বৎসর পরে জারের রাজতন্ত্র এবং রাজকীয় পরিবারবর্গের ধ্বংস সাধন করে। কমিউনিজম এবং উহার বিশাল শাখা-প্রশাখার চূড়ান্ত অভ্যুত্থান এরূপ সুবিদিত যে, তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জারতন্ত্রের বিলোপ সাধন এবং রুশ ও অন্যত্র কমিউনিজমের অভ্যুত্থানের কাহিনী মানব ইতিহাসে এক শোকাবহ অধ্যায় বটে, কিন্তু কিছুতেই উহাকে উপেক্ষা করা যায় না। আপনাদের দেশ সহ পৃথিবীর কোন দেশ উহার সংঘাত হইতে মুক্ত নহে। কিন্তু যেভাবে ঘটনা সমূহ ঘটিয়াছে, উহা দেখিয়া আমরা মোটেই আশ্চর্য বা বিভ্রান্ত হই নাই। উহাদের তীব্রতা, বেগ ও গতি সমূহ সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং যথা সময়ে ঐগুলিকে ঐশী পরিকল্পনার পরিপূর্ণতায় জরুরী উপাদান ও সাহায্যকারী হিসাবে দেখা যাইবে। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং সুবর্ণিত এবং বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, মাহদী এবং মসিহের যুগে, দুইটি বড় শক্তির উদ্ভব হইবে এবং পৃথিবী দুইটি বিরোধী দলে বিভক্ত হইবে। অন্য কোন শক্তি তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারিবে না। পরিণামে তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হইবে এবং তাহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহাই একমাত্র যুদ্ধ নহে, যাহার সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ এবং মাহদী (আঃ) সতর্ক করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচটি বিশ্বজোড়া বিপৎপাতের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, উহা জগতবাসীর উপর সহসা ভাঙিয়া পড়িবে। জগৎ প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হইবে। মুসাফিরগণ মহা বিপদের সম্মুখীন হইবে। রক্তে নদী লাল হইয়া যাইবে। যুবক মর্মবেদনায় অকালে বৃদ্ধ হইবে। পাহাড় সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে। যুদ্ধের ত্রাস মানুষকে পাগল করিবে। ইহাই হইবে জারের ধ্বংসের সময়। বিশ্ব কমিউনিজমের বীজ বপিত হইবে। জলযানগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। বড় বড় জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবে। সাম্রাজ্যগুলি বিপর্যস্ত হইবে এবং শহরগুলি গোরস্থানে পরিণত হইবে।

এই হত্যালীলার পর আরও মারাত্মক আকারের এবং আরও সাংঘাতিক পরিণাম সম্বলিত আর এক বিশ্ব-

যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল। ইহা পৃথিবীর মানচিত্র ও জাতি সমূহের ভাগ্যকে পরিবর্তীত করার কথা। বিশ্ব শক্তিরূপে কমিউনিজিমের অভ্যুত্থিত হওয়া এবং প্রভুত্ব খাটাইতে আরম্ভ করার কথা। বিরাট এলাকা ইহার কবলিত হওয়ার কথা। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর এইরূপই ঘটিয়াছিল। পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলি দেশ এবং চীনের ৭০ কোটি লোক কমিউনিষ্ট হইয়া যায়। আফ্রিকা এবং এশিয়ার উন্নতিকামী জাতিগুলি কমিউনিজমের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছে। পৃথিবী দুইটি বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেকে আধুনিক মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে বিপুল পরিমাণে সজ্জিত হইয়া মানব জাতিকে মৃত্যু এবং ধ্বংসের জলন্ত দোযখে নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আরও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আরও ব্যাপকতর আকারে এক তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইবে। দুইটি বিরুদ্ধ দল এমনভাবে সহসা সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পড়িবে যে, প্রত্যেকেই হতভম্ভ হইয়া যাইবে। আকাশ হইতে মৃত্যু এবং ধ্বংসের বর্ষণ হইবে এবং ভীষণ দাবাগ্নি জগতকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

বর্তমান সভ্যতার সৌধরাজি ভূমিসাৎ হইবে। এই আহবে কমিউনিষ্ট এবং তাহাদিগের বিরোধী দল সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এক পক্ষে রাশিয়া এবং তাহার সহযোগীগণ এবং অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার মিত্রগণ ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাদিগের শক্তি লোপ পাইবে, এবং তাহাদিগের সভ্যতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহাদিগের শাসন পদ্ধতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। যাহারা বাঁচিয়া যাইবে, তাহারা ভীতি-বিহ্বল ও বিমূঢ় হইয়া, সেই শোকাবহ দৃশ্য অবলোকন করিবে। রাশিয়া পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র সেই বিপৎপাত হইতে সামলাইয়া উঠিবে। ভবিষ্যদ্বাণী হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, রাশিয়ার জনগণ শীঘ্র বিপদ কাটাইয়া উঠিবে এবং সংখ্যায় দ্রুতগতিতে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিবে। তাহারা সৃষ্টিকর্তার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে এবং ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র রসুল (সাঃ)-কে গ্রহণ করিবে। যে জাতি আল্লাহ্‌র নামকে ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টারত এবং আকাশ হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহে, তাহারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করিবে এবং অবশেষে তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পন করিয়া তাঁহার একত্বে দৃঢ়-বিশ্বাসী হইবে।

তোমরা ইহাকে কল্পনা মনে করিতে পার। কিন্তু যাহারা তৃতীয় যুদ্ধের পর বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিবে। ইহা সর্ব-শক্তিমান আল্লাহর বাণী। ইহা পূর্ণ হইবেই। তাঁহার ডিক্রী কেহ রদ করিতে পারে না।"

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম ইসলামের বিজয়ের সূচনা করিবে। মানুষ দলে দলে ইহার সত্যতা গ্রহণ করিবে এবং উপলব্ধি করিবে যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণীর মাধ্যমেই মানব জাতির দাসত্ব মোচন হইতে পারে।

এই সকল ঘটনা মানব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনস্থল। প্রাচ্যের দিকচক্রবালে জাপান এবং চীনের বিশ্ব-শক্তিরূপে অভ্যুত্থান, জার শাসিত রুশের পূর্ণ বিলোপ সাধন, কমিউনিজমের বিজয় এবং বিশ্বে ইহার ক্রমঃবর্ধমান প্রভাব, প্রথম মহাযুদ্ধ যাহা বিশ্বের মানচিত্রকে পরিবর্তন করিয়াছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যাহা বিশ্বে মহা ওলট-পালট আনিয়াছিল, কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। ঘটনাগুলি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঘটিয়াছিল। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) তাঁহার নির্ধারিত কার্য সমাপ্ত করিয়া ১৯০৮ সালের ২৬শে মে তারিখে আল্লাহর করুণার আশ্রয়ে চলিয়া যান। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ইহার বহু পূর্বেই বহুল আকারে প্রচার করা হইয়াছিল।

সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে, ইসলামের চরম ও সার্বিক বিজয় সম্বন্ধে ঐশীবাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ যথাসময়ে অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কারণ এগুলি একই শৃঙ্খলের বিভিন্ন কড়া।

ইসলামের পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ সমূহ ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। ঐগুলি এখনও খুব সুস্পষ্ট না হইলেও, সহজেই বোঝা যায়। ইসলামের সূর্য পরিণামে পূর্ণ গৌরবের সহিত উদিত হইবে এবং সারা জগতকে আলোকিত করিবে। কিন্তু উহা ঘটিবার পূর্বে পৃথিবীকে আর এক যুদ্ধ—এক রক্তস্নানের, মুখ দেখিতে হইবে, যাহা মানব জাতিকে দুর্বল এবং শোষিত করিয়া দিয়া যাইবে।

কিন্তু ভদ্র মহোদয়গণ, একথা আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে, সকল ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় এই ভবিষ্যদ্বাণীও এক সতর্কবাণী এবং ইহার পূর্ণতা বিলম্বিত হইতে পারে অথবা এই বিপদ এড়ানও যাইতে পারে, যদি মানব আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, অনুতাপ করে এবং চালচলনের সংশোধন করে। এখনও সে খোদার ক্রোধাগ্নি হইতে রেহাই পাইতে পারে যদি সে ধন, শক্তি ও মর্যাদারূপী মিথ্যা দেবতাগুলির উপাসনা পরিত্যাগ করে এবং তাহার প্রভুর সহিত সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপন করে, সকল প্রকার সীমালঙ্ঘন হইতে বিরত থাকে, আল্লাহ এবং মানবের প্রতি তাহার কর্তব্য পালন করে এবং মানবতার প্রকৃত হিত-সাধন করিতে শিক্ষা করে। ইহা অধুনা বিশ্বে আধিপত্যশীল জাতিগুলির উপর নির্ভর করে, যাহারা ধন, শক্তি ও মর্যাদামদে মত্ত। তাহারা কি এই মত্ততা পরিহার করিতে প্রস্তুত আছে? তাহারা কি আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দের অভিলাষী?

যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে খোদার ক্রোধাগ্নির অবতরণ অনিবার্য। যদি তাহারা তাহাদিগের মন্দ আচরণ পরিত্যাগ না করে এবং ঔদ্ধত্যে অবিচল থাকে, তাহা হইলে কোন শক্তি, কোন মিথ্যা উপাসক প্রতিশ্রুত শাস্তির হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

অতএব আপনারা নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানগণের প্রতি সদয় হউন। ঐ আপন পরম দয়ালু এবং করুণাময় প্রভুর ডাকে কর্ণপাত করুন। কামনা করি তিনি অনুকম্পাভরে আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য আপনাদিগকে শক্তি ও সুযোগ দিন।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মহান আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনয়ন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে এখন আমি একটি কথা বলিব। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহার আবির্ভাবের সময় ইসলামী জগত একান্ত অসহায় এবং অধঃপতনের যুগের মধ্য দিয়া পার হইতেছিল। মুসলমানগণ দরিদ্র এবং অশিক্ষিত ছিল। শিল্পে তাহারা অনুন্নত ছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যে তাহারা উদ্যম হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রাষ্ট্রশক্তি তাহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। জগতের কোথাও তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতার ভোগাধিকারী ছিল না। নৈতিকতার দিক দিয়া তাহারা দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল এবং গভীর নৈরাশ্যের কন্দরে নিপতিত হইয়াছিল। এমন কি তাহারা পুনরুত্থিত হইয়া জগতের জীবিত জাতিগুলির সহিত যোগদানের ইচ্ছা পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ইসলাম চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইতেছিল এবং ইসলামকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ ছিল না। শত্রু মণ্ডলির মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্মই ইহার ঘোরতম এবং অত্যন্ত কর্মতৎপর শত্রু ছিল। খ্রীষ্টান পাদরীগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোর আক্রমণ পরিচালনা করিতেছিল। এ কাজে খ্রীষ্টানগণের অর্থ এবং রাষ্ট্রশক্তি সদা সাহায্যার্থে প্রস্তুত ও আগ্রহশীল ছিল। সর্বদা ইসলাম তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। সাফল্য সম্বন্ধে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের এরূপ আত্ম-প্রত্যয় হইয়াছিল যে, তাহারা জয়োল্লাসে ঘোষণা করিল ঃ

১। আফ্রিকা মহাদেশ তাহাদিগের কুক্ষিগত।

২। ভারতে মুসলমান বলিতে একজনও থাকিবে না।

৩। মক্কায় খ্রীষ্টীয় ধর্মের পতাকা উত্তোলনের সময় আসিয়াছে।

এই সকলের বিরুদ্ধে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ছিলেন একা এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল মুষ্টিমেয় কপর্দকশূন্য মুসলমান। তাঁহার না ছিল জনবল, না ছিল ধনবল এবং না ছিল পিছনে রাষ্ট্রীয়বল। কিন্তু যিনি সকলের প্রভু ও কর্তা তিনি সদা তাঁহার সাহায্যকারী ছিলেন। ইহা ঘোষণা করিবার জন্য তিনিই তাঁহাকে প্রত্যাদিষ্ট করিয়া ছিলেন যে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দিন সমাগত এবং সে দিন দূরে নহে, যখন ইসলাম আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত হইবে।

আর কিছু বলিবার পূর্বে আমি একটি কথা খুলিয়া বলিতে চাই। ইসলাম শিক্ষা দেয় এবং আমরা সকল মুসলমান আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর এক পুন্যাত্মা নবী ছিলেন এবং তাঁহার মাতা আদর্শ পূন্যবতী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে উভয়কেই সম্মানের যোগ্য বলিয়াছে। বস্তুতঃ পবিত্র কুরআনে মরিয়ম পবিত্রতার এক আদর্শ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং বাইবেল অপেক্ষা পবিত্র কুরআনে তিনি অধিকতর সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু চার্চ কর্তৃক তাঁহাদিগের ঈশ্বরত্বে উন্নয়নকে পবিত্র কুরআন কঠোর-ভাবে নিন্দা করিয়াছে। ইহা এবং চার্চ কর্তৃক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে মানিতে অস্বীকৃতি চার্চের খ্রীষ্টীয় মতবাদ এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্যকারী দুইটি সূক্ষ্ম গণ্ডি বিশেষ।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন। আমাদের এবং চার্চের খ্রীষ্টীয় মতবাদের মধ্যে এক মীমাংসার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি সব সময়ে চিন্তা করিয়া আসিতেছি। মৃতের উপাসনার ভ্রান্তিতে আমার অন্তরে রক্তক্ষরণ হইতেছে। কারণ ইহা অপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক কি হইতে পারে যে, একজন দুর্বল মানুষ খোদারূপে পূজিত হইতেছে এবং এক মুঠা ধুলা বিশ্বসমূহের প্রভু বলিয়া ঘোষিত হইতেছে।

আমি বহু পূর্বেই দুঃখে মরিয়া যাইতাম যদি না খোদা, যিনি আমার প্রভু ও কর্তা, আমাকে সান্তনা দিতেন যে, পরিণামে তৌহিদ জয়যুক্ত হইবে, অপর সকল দেবতা ধ্বংস হইবে, সকল মিথ্যা উপাস্যের উপর হইতে আরোপিত ঈশ্বরত্ব মোচন করা হইবে, খোদার মাতা হিসাবে মরিয়মের উপাসনার দিন ফুরাইয়া যাইবে এবং তাঁহার পুত্রের ঈশ্বরত্বের মতবাদও বিলিন হইয়া যাইবে। সর্বশক্তিমান খোদা (পবিত্র কুরআনে) বলিয়াছেন: 'যদি আমি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে মরিয়ম এবং তাঁহার পুত্র যীশু এবং পৃথিবীর উপর যত অধিবাসী আছে সকলে মরিবে।' এখন তিনি চাহেন যেন তাঁহাদিগের উভয়েরই মিথ্যা ঈশ্বরত্বের অবসান হয়। সুতরাং এই দুই উপাস্য নিশ্চয় মৃত্যু লাভ করিবে। কেহই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাঁহাদিগের সহিত ঐ সকল প্রবৃত্তিও বিনষ্ট হইবে, যেগুলি মিথ্যা উপাস্যের পুজা করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। এক নূতন আকাশ এবং এক নূতন জগত দেখা দিবে। সে দিন নিকটে, যখন সত্যের সূর্য পশ্চিমে উদিত হইবে এবং ইউরোপ সত্য খোদার পরিচয় লাভ করিবে। তাহার পর অনুতাপের দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, যাহারা প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা আগ্রহের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে। কেবল তাহারাই বাহিরে থাকিয়া যাইবে, যাহাদের হৃদয় প্রকৃতির দ্বারা মোহরকৃত হইবে; যাহারা আলো ভালবাসে না, পরন্তু অন্ধকার ভালবাসে। ইসলাম ব্যতিরেকে সকল ধর্ম লুপ্ত হইবে এবং সকল অস্ত্র ভাঙিয়া যাইবে, পরন্তু ইসলামের স্বর্গীয় অস্ত্র, যাহা না ভাঙিবে, না ভোতা হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের সকল শক্তিকে ভাঙিয়া

চুরমার করিয়া দেয়। সময় সন্নিকট, যখন খাঁটি তৌহীদ, যাহা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ-মরুবাসীগণও তাহাদিগের অন্তরে অনুভব করিবে, চরাচরে ছড়াইয়া পড়িবে। সেদিন কোন ঝুটা প্রায়শ্চিত্ত অথবা মিথ্যা উপাস্য থাকিবে না। স্বর্গীয় হস্তের একটি আঘাত অধর্মের সকল কু-চক্রকে ধ্বংস করিবে, কিন্তু তরবারী বা বন্দুকের সাহায্যে নহে; পরন্তু কতকগুলি আত্মাকে স্বর্গীয় জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করিয়া এবং কতকগুলি পবিত্র হৃদয়কে স্বর্গীয় দীপ্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া। কেবল সেই সময়েই তোমরা বুঝিবে, যাহা আমি বলিতেছি।" (তবলীগে রেসালত ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮-৯ পৃষ্ঠা)।

যখন তিনি এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন হইতে ধর্ম জগতে আমূল পরিবর্তন আসিয়াছে। বিশাল আফ্রিকা মহাদেশ খ্রীষ্টীয় মতবাদে যোগদান না করিয়া ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইতেছে। ভারতে খ্রীষ্টান পাদরীগণ এক অপরিপক্ক আহ্‌মদী যুবকেরও মোকাবেলা করিতে সাহস পায় না। মক্কায় খ্রীষ্টীয় মতবাদের পতাকা উত্তোলন করিবার ইচ্ছা দোদুল্যমান রহিয়াছে এবং ইহা চিরকালের জন্য এক অপূর্ণ ইচ্ছা রূপে থাকিয়া যাইবে।

ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণতার নিদর্শন সমূহ দিনে দিনে সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। আমি এইমাত্র তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, যাহার পরে ইসলাম বিজয়ের পূর্ণ গৌরবের সহিত নির্গত হইবে এবং আমি এ বিষয়েও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি যে, ঐ মহাবিপদ ঐকান্তিক অনুতাপের মাধ্যমে এবং ইসলামের শিক্ষানুযায়ী পূণ্য পথে চলিয়া এড়ান যাইতে পারে। নিশ্চয়তা এবং প্রত্যয়ের ভিত্তিতে খোদার সহিত সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, এখন কর্তব্য স্থির করা এবং নিজদিগকে ও নিজেদের সন্তানগণকে বাঁচান অথবা যে পথ সমূহ তাঁহার নিকট হইতে দূরে লইয়া যায়, সেইগুলি মনোনীত করিয়া নিজদিগকে এবং নিজেদের বংশধরগণকে পূর্ণ ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা আপনাদের অভিরুচি! খোদার প্রেরিত সতর্ককারী খোদার এবং তাঁহার রসুল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নামে আপনাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছেন। আমি দোয়া করিতেছি খোদা আপনাদিগকে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদনে শক্তি এবং সাহস দিন। তাঁহার নিজের ভাষায় আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি:

"স্মরণ রাখিও, খোদাতালা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয় জানিও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, সেইরূপ ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ারও বিভিন্ন এলাকায় আসিবে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি কেয়ামতের (মহাপ্রলয় দিবসের) নমুনাস্বরূপ হইবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হইবে যে, রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইবে। এই মৃত্যু হইতে পশুপক্ষীও রক্ষা পাইবে না এবং পৃথিবীতে এরূপ ধ্বংস দেখা দিবে যে, যেদিন হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, সেদিন হইতে এইরূপ ধ্বংস কখনো আসে নাই এবং অধিকাংশ স্থান ওলট-পালট হইয়া যাইবে; দেখিয়া মনে হইবে যেন উহাতে কখনো কোন অধিবাসী ছিল না। ইহার সহিত আকাশ ও পৃথিবীর আরো বহুবিধ বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইবে, যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে ইহার নজীর মিলিবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দিবে যে, পৃথিবীতে একি হইতে চলিল? অনেকে রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে এবং অনেকে বিনষ্ট হইবে। সেইদিন অতি সন্নিকট এবং আমি উহাকে দ্বারদেশে উপস্থিত দেখিতেছি। তখন দুনিয়া কেয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করিবে—কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মন-

প্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত। পরন্তু আমার আগমনের সঙ্গে খোদাতা'লার ক্রোধের গোপন ইচ্ছা, যাহা বহুদিন যাবৎ লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

"কোন সাবধানকারী প্রেরণ না করিয়া আমি কখনো শাস্তি অবতীর্ণ করি না।" (কুরআন শরীফ)।

অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্বেই ভীত হয়, তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। তুমি কি মনে করিয়াছ, এই সকল ভূমিকম্প হইতে তুমি নিরাপদে বাঁচিয়া যাইবে বা স্বীয় প্রচেষ্টায় আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? কখনো নহে। মানুষের চেষ্টা সেদিন অচল হইবে। ইহা মনে করিও না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসিয়াছে; কিন্তু তোমাদের দেশ উহা হইতে নিরাপদ থাকিবে। আমি তো দেখিতেছি, হয়ত তাহা হইতেও গুরুতর বিপদের মুখ তোমরা দেখিবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহর গুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট এবং যে তাঁহাকে ভয় করে না সে জীবিত নহে, মৃত।" (হকীকাতুল-ওহী, —পৃঃ ২৫৬-২৫৮, ১৯০৬ ইসাব্দ।)

আমাদের শেষ কথা, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব সমূহের প্রভু আল্লাহ্‌র।

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

ইতিহাসের গতি ঃ

ইতিহাসের গতি নিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় বড় বড় রাষ্ট্র শক্তি দ্বারাই সাধারণতঃ ইতিহাসের গতি নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। তাই মানুষ ওসব দেশের রাজধানীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। ওসব রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের চলন বলনের সাথে মানবতার ভবিষ্যৎ জড়িত বলে ভেবে থাকে। তাই মানব চক্ষের অন্তরালে অজানা অচেনা স্থানে মানবতার ভবিষ্যত নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আস্তাবলে ভূমিষ্ট হয়েও ঈসা (আঃ) এবং হেরা গুহায় সাধনারত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) দ্বারা সমগ্র মানব ইতিহাসের গতি কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তা' বিবেচনা করলেই বিষয়টি হৃদয়ংগম করা সহজ হয়ে পড়ে।

বর্তমানেও এমনিভাবে ইতিহাসের গতি নির্দ্ধারিত হয়ে চলেছে; কিন্তু মানুষ তার দৃষ্টি ওয়াশিংটন, মস্কো,

পিকিং, লণ্ডন ইত্যাদি রাজধানী ও রাষ্ট্রসংঘের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন।

ওদিকে অচেনা অজানা কাদিয়ান নামক স্থান হতে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আওয়াজ তুলেছেন—মানবতার মুক্তি ইসলামি আদর্শকে গ্রহণ করে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের উপরেই নির্ভর করছে। তিনি আল্লার নিকট হতে বাণী পেয়ে ঘোষণা করেছেন কোন শক্তিই তাঁর জামাতের বিজয় অভিযানকে রুখে রাখতে পারবে না। ইদানিং তাঁর তৃতীয় খলিফা ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং ওসব দেশের জনগণের নিকট ইসলামের আদর্শ পেশ করে আহ্বান জানিয়েছেন গ্রহণের জন্য। আরব দেশ সমূহের উপর ইসরাইলিদের বিজয়ে যারা ভাবছেন ইসলাম ডুবুডুবু, তাদেরকে আমরা বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি ইতিহাসের গতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে।

হোটেলের জন্য কোরআন ঃ

লাহোর হতে ইদানিং একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, একজন অজ্ঞাতনামা ব্যবসায়ী ক্যালেটিস হোটেলের শোবার কামরাগুলোতে রাখার জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে ইংরেজীতে অনুমোদিত ৭০ কপি পবিত্র কোরআন পাঠিয়েছেন। এই সর্ব প্রথম পাকিস্তানের কোন হোটেলে এ ধরণের সার্ভিস প্রবর্তন করা হোল।

পশ্চিমের দেশগুলোর অনেক হোটেলেই শোবার কামরাগুলোতে বাইবেল রাখা হয়ে থাকে। পাকিস্তানে হোটেলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অনেক অনেক হোটেল আন্তর্জাতিক মর্যাদাও লাভ করছে। এসব হোটেলে দেশ বিদেশের বহু লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এসব হোটেলে অনেক কিছুই হয়ে থাকে যা আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু এগুলোকেও তবলিগের জন্য বেশ কাজে লাগান যেতে পারে। এসব হোটেলে বহু জ্ঞানীগুণীরও আগমন হয়ে থাকে। সুতরাং উপরোক্ত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির ন্যায় ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই কোরআন প্রচারের সহায়ক হতে পারেন। তা'ছাড়া অনেক সংস্থাও এদিকে মনোনিবেশ করতে পারেন। দুনিয়া ব্যাপিয়া ইসলাম প্রচারের কোন সুযোগকেই যেন আমরা হেলা না করি!

বর্তমান সভ্যতার নগ্নরূপ ঃ

সাম্প্রতিক এক হিসেবে প্রকাশ দক্ষিণ ভিয়েতনামে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের অধিক শিশু নিহত এবং প্রায় সহস্রাধিক শিশু আহত হয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির কথা বাদ দিয়ে শুধু নিষ্পাপ শিশু হত্যার কথাটি বিবেচনা করলেই এই যুদ্ধকে ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বর ও নির্দয় ঘটনা বলে গণ্য করা যায়। আফসোসের বিষয় হলো এই বর্বরতা সংঘটিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সভ্য বলে আখ্যায়িত জাতির দ্বারা। তাছাড়া ঐ জাতি হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুগামী হওয়ারও দাবীদার। যে নবী শিক্ষা দিয়েছেন কেউ একগালে চড় দিলে তাকে অন্য গাল পেতে দিতে। শিশুরা কোন গালেই চড় দিতে পারে না বলেই বোধ হয় নির্বিচারে এদেরকে হত্যা করতে ওদের বিবেকে একটুও বাঁধছে না। এর পরও তথাকথিত বর্তমান সভ্যতার ধ্বজাধারীদের বড়াই করার কি আছে ভেবে পাইনে। তাই কখন কখন ভাবি এদেরকে সভ্য না বলে উন্নত অসভ্য বলাই সমুচিত হয় না কি? তা'ছাড়া এদেরকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মত বলেত কিছুতেই গণ্য করা যায় না।

★

রাবওয়ায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

অপরাপর বছরের মত এবারও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সালানা ইজতেমা রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমা শুরু হয় ২০ শে অক্টোবর জুম্মার নামাজের পর এবং একাধারে তিন দিন এজতেমার কাজ চলিয়া ২২শে অক্টোবর রবিবার আসরের নামাজের পর সমাপ্ত হয়। সালানা ইজতেমায় সাধারণতঃ প্রত্যেক বছরই সদর হইতে পূর্ব পাকিস্তানের জ'মাত সমূহের নোমায়েন্দা আহ্বান করা হয়, কিন্তু ইতিপূর্বে নোমায়েন্দা প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। গত ১৯৬৬ সনে এখানকার একজন মাত্র নোমায়েন্দা ইজতেমায় যোগদান করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এবার ১৯৬৭ সালের ইজতেমায় তিনজন নোমায়েন্দা প্রতিনিধি হিসবে ইজতেমায় যোগদান করেন। নোমায়েন্দাগণ হইতেছেন চট্টগ্রাম হইতে জনাব মুসলেউদ্দিন খাদেম, ২নং জোনের রিজিওনেল কায়েদ এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব এস. এ. নিজামী ও ঢাকা হইতে ঢাকা মজলিসের কায়েদ জনাব নুরুদ্দিন আহমদ।

২০ তারিখে বাদ জুমা হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) রাবওয়ার এক প্রকাশ্য ও বিস্তৃত ময়দানে ইজতেমার উদ্বোধন করেন এবং নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী খেলাধূলা, তালিম ও তরবীয়তী বক্তৃতা, সওয়াল ও জওয়াব, এলমী মেলা মেসা, মজলিসে সুরার বৈঠক ও তাহাজ্জুদ নামাজের মধ্য দিয়া ২২শে অক্টোবর রবিবার আছর নামাজ বাদ সমাপ্ত হয়। হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) পুরুস্কার বিতরনের পর আহমদীয়া জমাতের তরক্কী ও নিরাপত্তার জন্য আল্লার দরবারে দোওয়া করিয়া এজতেমার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের ভ্রাতাগণ পূর্ব পাকিস্তানের নোমায়েন্দা গণকে বড়ই মুহব্বত এবং সমাদর করেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে এ জন্য উত্তম পুরস্কার দিন। তিন নোমায়েন্দাকেই মজলিসে সুরার সদস্য করা হয় এবং দস্তুরে আসাসীর বিভিন্ন ধারার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধনের আলোচনায় তাহারাও অংশ গ্রহণ করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের নুমায়েন্দাগণের মধ্যে জনাব এস. এ. নিজামী সাহেবকে ২১শে অক্টোবর সন্ধ্যার মজলিসে কিছু বলিবার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন যাহা উপস্থিত ভ্রাতাগণকে মুগ্ধ করে।

আল্লাহ্‌র পরম করুণায় এবারের এজতেমায় পূর্ব পাকিস্তান যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। ইজতেমা শেষে ২৩শে অক্টোবর জনাব এস, এ, নিজামী সাহেব চট্টগ্রামের পথে ঢাকা পৌছেন। জনাব মুহ্‌লেউদ্দিন খাদেম ও জনাব নুরুদ্দিন সাহেব ২৫ তারিখে করাচী রওনা হইবেন এবং তথাকার জমায়াতের কার্যাবলী পরিদর্শন করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

রাবওয়ায় মজলিশে আনসারুল্লাহর এজতেমা

কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর এজতেমা আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে অক্টোবর রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এজতেমায় যোগদানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব, পূর্ব পাকিস্তান মজলিশে আনসারুল্লাহর নায়েমে আলা জনাব মুহাম্মাদ সামসুর রহমান ব্যারিষ্টার সাহেব রাবওয়া গমন করেন।

উচ্চ শিক্ষার্থে লাহোর যাত্রা

পশ্চিম পাকিস্তান কারিগরি ও প্রোকাশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য আহ্‌মদী যুবক জনাব শরীফ আহ্‌মদ সাহেব লাহোর গিয়াছেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস. সি. (ইনজিনিয়ারিং) কোর্সে ভর্ত্তি হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের আহ্‌মদী পাড়া নিবাসী জনাব মুতিউর রহমান সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	"	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	"	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	"	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	"	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	"	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	"	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	"	Rs. 8·00
The truth about the split	"	Rs. 3·00
The Economic structure of Islamic Society	"	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	"	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	"	Rs. 2·50
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত :	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা :	"	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন :	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ :	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশায়া	" "
৬।	ইমাম মাহদীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকেট পাঠালে এই সব পুস্তক পাঠান হয়।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca- 1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.